মাননীয় সম্পাদক

রামকুমার মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক মহাশয় করকমলেষু,

বিগত ৩০ শ্রাবণ ১৪১১ (ইং, ১৫ আগস্ট ২০০৪) রবিবার, বার্তা গেল, হয়ে গেছে স্যার শিরনামায় একটি সংবাদ অ াপনার আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বার্তাটি হল ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। সংব াদটির একটি দ্বিতীয় শিরনামাও রয়েছে, যা হলে আমাকে মাফ করে দেবেন, বললেন নাটা। এই নাটা হচ্ছেন নাটা মল্লিক, যিনি ধনঞ্জয়কে ফাঁসি দেন। লিভারে টান দেবার আগে, ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি মাফ চান কয়েদির কাছে। সংবাদপত্র থেকে আমি ওই অংশটি তুলে দিচ্ছি যাতে বিষয়টি আপনার মনে পড়ে

... নি সঙ্গীকে নিয়ে ধনঞ্জয়ের মুখ - ঢাকা কালো কাপড়ের উপর ম্যানিলা দড়ি পারতে পারতে নাটা বলতে থাকেন, আম ায় মাফ করবেন। সরকারি নির্দেশে এই কাজ করতে হচ্ছে। কী সব কাজ যে করতে হয় আমাদের !হে মা কালী !...

ঘটনাটি দিন পনেরো আগের, চিঠি লিখতে আমার কিঞ্চিৎ দেরি হল। এর সঙ্গে অবশ্য ধান রোয়ার কোনো যোগ নাই ক ারণ ৭ ভাদ্র রোয়ার কাজ শেষ হয়েছে। তাই ভাত - মুড়ি মাঠে বয়ে নিয়ে যাবার কাজটিও শেষ। এখন আমার কাজ বলতে শণের দড়ি পাকানো। তবে এখন তো প্রায় সবই নাইলনের দড়ি। গ-বাঁধা দড়ি থেকে কুয়োর জল-তোলা দড়া সবই দোকান থেকে কেন। শুধু গর গলার টুকু শণের। নাইলনের দড়িতে লাগবেবলে গলানিটি এখনো হাতে তৈরি। আগে প্রতি সন্ধেয় জমি থেকে ফিরে হাটচালায় গিয়ে কাঁচা শণ ঝুলিয়ে দিতুম কাটা পাঁঠার মতো। সুতো টেনে কাটের ঘেরাতে প াক দিতুম। তাতে দড়ি তৈরি হত। সেই দড়ির যদি মাপ নিতেন তবে এখান থেকে দিল্লি চলে যেত। কিন্তু যত দড়ি তত দড়া ন া। দশ-পনেরো - বিশ খি দড়ি জুড়ে তবে দড়া। সেই দড়াতে বেল থেকে বহু রকমের আঠা লাগানোর ব্যবস্থা। তাতে জিনিসটি পোক্ত হবে। তবে এখন আর এসবের তেমন কদর নাই। ট্রাক্টর চালু হওয়ার পর লোকের ঘরে হালের চাষ কমে আসে। ওই একজোড়া বদল রাখতে হয় বলে রাখা। তারপর গাই-গও তেমন রাখার দরকার হচ্ছে না। আজকাল বউম াদের একটি - দুটি ছেলে, ফলের দুধের তেমন চাহিদা নাই। গ কমে গেলে দড়ি কমে গেল, আবার গলানি ছাড়া বাকি দড়িটি নাইলনের। ফলে ছেলে- ছাকরাদের আর ঘেরা ঘুরোতে দেখবেন না। তার বদলে সন্ধেবেলা হাটচলায় তাস খেলছে। আমরা বুড়োগুলি যতদিন আছি ততদিন গর শণের গলানি কিংবা মানুষের ম্যানিলা দড়ি পাবেন। আমি কিংবা ন াটাবাবু চলে গেলে দেখবেন হয় দড়ির কারবার উঠে গেল, নয় পুরোটাই নাইলন চলছে।

আমার চিঠি লিখতে দেরি হওয়ার কারণটি ভিন্ন। কিছুদিন ধরেই আমাদের এই জেলায় মানুষজন বড়ো বেশি মারা পড়ছে। প্রথমে বেশ কিছুদনি খুনোখুনি হল বেলপাহাড়িতে। পরে আমলাশোলের শবরদের ঘরে মড়াকান্না শোনা গেল। ত ারপর কুলুডিহার ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের ফাঁসি হল কলকাতায়। পাহাড়, বন কি কলকাতার কথাই বলুন--- লোকজনের শ্বাস বেরিয়ে যাচ্ছে। মরণের হাত থেকে পালানোর রাস্তা নাই। বোড়ো সাপটির মতো সুড়সুড় করে পেছনে হাঁটছে, কিছু বে াঝার আগেই চেটে দিচ্ছে টুক করে। বলবেন মরণের ধাত আলাদা। হাতে পারে কিন্তু জাতটি আলাদা কি ?প্রশ্ন করেছিল ঝিনাথ কুইতি। গাঁয়ের রথের সময় পরপর তিন বছর এক ছটাকও চাল দেয়নি সে। অভিমন্যু বধ, সিরাজউদ্দৌলা এমনকী একবুক কান্না কোনোটিই তার মনে ধরেনি। মৃত্যু দিয়ে পালা শেষ হলে তার কাছ থেকে চাল - মুড়ি, আলু-পটল কিছুই

মিলবে না। যাত্রার সময়, পুকুর থেকে যে সের পাঁচ-ছয় মাছ দিত তাও বন্ধ। তার কাছে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক আর সামাজিক মৃত্যুর ধাতটি আলাদা কিন্তু জাতটি এক। বলত, গোটা রাত যাত্রা করিয়ে ভোরবেলাতেও যে মিল ঘটাতে পারে না সে কেমন পালাকার ?নববই বছর বেঁচেছিল ঝিনাথ খুড়ো। শেষে মিল না থাকলে সে, যাত্রার দিকে ফিরেও তাকায়নি। আর আমি গরমিলে চুরাশি বছর পর্যন্ত পড়ে আছি। আমার প্রাণের বান্ধব প্রভাকর বেজ-ও চলে গেছে। তার কাছ থেকেই আমার এই খবর - কাগজ পড়ার নেসা। তার ইচ্ছেতেই চিঠি লেখালেখি। প্রেসিডেন্সি কলেজের আই. এ. প্রভাকর গাঁয়ের লাইব্রেরিয়ান ছিল। সে পড়ত ইংরেজি অমৃতবাজার পত্রিকা, চিঠিও লিখত। মাসে একটি করে চিঠি ছাপা হত। ওর চিঠিতে কলম ছোঁয়ানোর লোক ছিল না কলকাতায়। সেই প্রবাকর দেহ রাখল, কাগজটিও উঠে গেল। পড়ে আছি আমি। আমার বিদ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। বাংলা কাগজ পড়ি। কাগজ পড়তে গিয়েই যত বিপত্তি। কাগজ খুললেই খুনোখুনি রক্তারক্তির খবর। এতে অবশ্য আপনাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। শবদেহ দাহ করতে নিয়ে যাবার সময় লোকে হরিধবনি দেয়। হরির নামটি কাজের বলেই লোকে নামটি নেয়। কিন্তু হরিবোল আর শবদেহ এ-দুটি এমনই ল্যাজা - মুড়োতে জুড়ে গেছে যে ধবনিটি শুনলেই লোকে মড়া দেখতে ঘাড় তোলে। আপনাদের খবররের কাগজের অবস্থাটিও এখন তেমনই। খুলতে গিয়ে তিনবার ভাবতে হয়, চিন্তা হয় কে কাকে মারল কে জানে !

যাই হোক, এ-বিষয়টি নিয়ে আজ বিশদ আলোচনার সুযোগ নাই। আজ একটি ভিন্ন বিষয়ে আপনার ওপর একটি গুদায়িত্ব চাপাব। অবশ্য এর আগেও আমি বাজপেয়ি মশাই,, লালকৃষ্ণবাবু, কুমারী জয়ললিতা, শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধি, শ্রীমান সুব্রত মুখোপাধ্যায়, শ্রী সুভাষ চত্রবর্তী, শ্রীমতী সুষমা স্বরাজ, লালুবাবু প্রমুখদে লেখা পত্রগুলি আপনার মাধ্যমেই পাঠিয়েছি। সংবাদপত্র হচ্ছে গণতন্ত্রের একটি থাম। সংবাদপত্রের পাঠক - পাঠিকাদের মতামতগুলি নানাভাবে যথাযথ স্থানে পাঠিয়ে দিয়ে আপনি একটি গুদায়িত্ব অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করছেন। আজকে যে-পত্রখানি আপনাকে পাঠাচ্ছি সেটি শ্রীযুক্ত নাটা মল্লিকের কাছে পাঠাতে হবে। তাঁর ঠিকানা আমার কাছে নাই, তবে মুখ্যমন্ত্রীর পত্নীর সঙ্গে একই মঞ্চে সভা, সংবাদপত্রে ফাঁস-সমেত ছবি, আসামির সঙ্গে ফাঁসির মঞ্চে বাক্যালাপ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তিনি আজ পশ্চিমবঙ্গে খুবই বিখ্যাত মানুষ। কাজেই আশা করি পত্রখানি তাঁর কাচে পৌঁছে দিতে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। তবে দুপুরবেলাটি ছেড়ে যাওয়া ভালো। চুরাশি বছর বয়সে রাতের ঘুম কতখানি আছে বলতে পারি না। আমার নিজের তো নাই। শরতের মেঘের মতন ছেঁড়াছেঁড়া। বরং দুপুরে খানিক ভাতঘুম আসে। এক ঘন্টা ঘুমোলেও ভালো। তখন ঘুমটি ভারী। রাতের ঘুমে হাজার চিন্তা--- বনপুকুরের বাঁশ কেটে নিয়ে গেল, নাকি পুকুরে জাল ফেলল। খামারে আ-ঝাড়া ধান কিবংবা উঠোনে চালের বস্তা থাকলে আর এক ভাবনা। তা ছাড়া কুকুরগুলির হাঁকডাক আছে। ইঁদুরেরও ছোটাছুটি লাফালাফি। নিঝুম দুপুরবেলা ওসব নাই। ভেজা চুলে মাথাটিও ঠাণ্ডা। চোখ বুঁজলেই অতলে। তখন দরজার শিকল নাড়লে কার ভালো লাগে ?ওই যে ঘুমটি ভেঙে গেল জোড়ার উপায় নাই। নাটাবাবুরও আমার সমান বয়েস, কাজেই তাঁরও নিশ্চয় ঘুম নিয়ে টানাটানি আছে। আমার, চাল চুরির চিন্তা থাকলে, তাঁর নাতির চাকরির চিন্তা। তাই দুপুরটি ছেড়ে পাঠানো ভালো

সপরিবারে সুস্থ থাকুন। ভবদীয়

নঙ্গরচন্দ্র মেদ্যা।

গ্রাম ও ডাকঘর গেলিয়া

জেলা বাঁকুড়া

পিন ৭২২১৫৪

১৫ ভাদ্র ১৪১১ (ইং, ১ সেপ্টেম্বর ২০০৪)

প্রীতিভাজনেষু নাটাবাবু,

ক-দিন ধরে খবরের কাগজে আপনার ছবি ছাপা হচ্ছিল। ধনঞ্জয়ের ফাঁসির ব্যাপারে আপনার নানা দাবিও পড়ছিলুম। পরে ফাঁসির মঞ্চে ধনঞ্জয়ের প্রতি আপনার কথাগুলিও পড়েছি। ফাঁসি দিয়ে আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন সে - খবর্য জেনেছি। আশা করি এখন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। আপনাকে সুস্থ হয়ে উঠতে হবে। বছর দেড়েক আগে নির্বাচন কমিশনার

লিংডোবাবু অশীতিপরদের ওপর দৃষ্টি রাখার নির্দেশ জারি করেছিলেন। তাঁর ভয় হয়েছিল, বৃদ্ধরা মরে গেলে, মরা লোকের নামে মিথ্যে ভোট পড়ে যাবে। ভোটের কথা মাথায় থাকুক, নির্দেশটি শুনে ঘুমোতেও ভয় পেতুম। ভাবতুম এই বুঝি লোকে চোখ রাখছে ঘুমোচ্ছি নাকি মরে গেছি। নির্দেশের দেড় বছরের মধ্যে ভাগ্যের পরিহাসটি একবার দেখুন। যে-বয়সের মানুষজনকে চোখ রাখতে বলা, তাদের একটি চলে গেল এক অতীশিপরের ফাঁসে।

আপনার আর আমার বয়স একই --- চুরাশি। আপনার ছেলেপুলে নাতি - নাতনি নিয়ে সংসার, আমারও তাই। তবে সব ক-টিকে চাষে রাখতে পারিনি। নাতিটি পড়াশোনা করে বাইরে। আকাশ দেখাদেখির কাজ। কাজটি মন্দ না। আমরাও তো আকাশ দেখেই বড়ো হয়েছি। দিনরাতের হিসেব, আকাশের, চাঁদ - তারা - সূর্যতে। আকশের ওপরেই জল - হ্যায়ার মতি। এখন খানিক ক্যানেল - শ্যালো চলছে কিন্তু সে ওই ঠেকা দিতে। আপনার নাতিটি সরকারি। চাকরি পাচ্ছে শুনেছি। কাজটি ভালোয় ভালোয় হয়ে গেলেই মঙ্গল। বেতন দু-পাঁচশো কম হলেও কিছু এসে যায় না যদি চাকরিটি কলকাতাতেই হয়। সে- ক্ষেত্রে আলাদা ঘরভাড়ার চিন্তা নাই, এক অন্নেও হয়ে যাবে। বাইরে গিয়ে আলাদা সংসার পাতলে লাভের গুড় পিঁপড়েয় খাবে। তা ছাড়া কাছে থাকলে রোজ দেখতে পাচ্ছেন। দূরে গেলে ওই ফোনটির বাজনা শুনে শান্তি পাওয়া। নাতি না হয় আকাশ দেখে মজে আছে কিন্তু আপনার শান্তি তো নাতির মুখ দেখে।

অন্য একটি বিষয়েও আপনার সঙ্গে আমার বেশ মিল। শণের দড়ি পাকানোতে আমার হাতটি মন্দ না। কত কুটুম-বাটুমের দড়ি-গলানি যে দিয়েছি তার শেষ নাই। শিক্ষাও দিয়েছি দু-চারজনকে। কিন্তু - যেমনটি চেয়েছি তেমন সর্বদা পাইনি। দড়িটি হয়তো পেরেছে কিন্তু গলানিতে আটকে গেছে। ওটিই হচ্ছে সত্যিকারের কঠিন কাজ। ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে গিরেটি ঢুকবে ফুস করে বুড়ো আঙুলের আয়েশি চাপে কিন্তু বেয়াড়া গর হ্যাঁচকা টানেও খুলবে না। আপনার কাজটির সঙ্গে অবশ্য তুলনা হয় না। আপনার মানুষ নিয়ে কারবার, আমার গ। আপনার কাজটির সঙ্গে কোর্ট-কাছারি, থানা-পুলিশ, মন্ত্রী - ম্যাজিস্ট্রেট জুড়ে আছে। আমরটি আমি বুঝি আর বোঝে চার - পেয়ে প্রাণীচি। আপনার বেলায় মানুষটি হিসেবের বাইরে বেঁচে গেলে লোকনিন্দা, আমার বেলা মরে গেলে। গ গলায় গলানি আটকে মরে গেলে তখন আর ছাড় নাই। গলানিটি গলায় ঝুলিয়ে পাঁচ গাঁ ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে। সেই ভিক্ষের চাল আর পয়সায় গোয়ালে শ্রাদ্ধ করতে হবে। নিজের গলায় ফাঁস পরানোর কোনো বাঁধা নিয়ম নাই। কিন্তু অন্যকে ঝোলানোর অনেক দায়দায়িত্ব।

আপনার সঙ্গে আমার পা ফেলতে মিল। আজ থেকে বছর চল্লিশ আগে আমাকে নিয়েও সরকার আর খবরের কাগজ খুব মাতামাতি করেছিল। সেবার আমিনের ধান ভালো হয়নি কিন্তু শীতের ফসল মাঠ ঝাঁপিয়ে এল। শরতের রোদ - বৃষ্টির, ফি-দিন আসা - যাওয়া দেখে মনে হচ্ছিল মাটির খিদে জাগবে ভালোই। হলও তাই জমি খুব সার খেল। তারপর বাঁধাকপি, ফুলকপি, মুলো, টমেটো, মটরশুঁটি, পালংশাক -- যে আনাজটির দিকেতাকাই দেখি রং যেন টিয়েপাখির ডানা। বেগুন গাছের পাতার সে কি বাড় !দেখতে দেখতে গাছে ফুল এল। ফুল থেকে ফল। সে ফল মাটি ছুঁই ছুঁই। গাঁয়ের কংগ্রেস নেতা সত্যসাধন দত্ত একটা থলেতে খান পাঁচেক বেগুন ভরে বাঁকুড়া শহরে গেল। সেখানে থাকেন কংগ্রেসের নেতা পূরবী মুকুজ্যে। কিন্তু পাঁচটি বেগুনের তিনটি ভাজা - পোড়া হল, দুটি চলে গেল কলকাতায়। সেখান থেকে আড়াই আড়াই পাঁচ সেরের দুটি বেগুন কৃষি প্রদর্শনীতেজায়গা পেল। এমন দেখন - শোভা বেগুন যে, প্রদর্শনীতে জায়গা পাবার মতো। কিন্তু বেগুন দুটি যে প্রথম পুরস্কারপাবে ভাবিনি। আমার নামডাক হল। সে - বছরের সেরা চাষি হয়ে গেলুম গোটা রাজ্যে। কৃষিমন্ত্রী এলেন, তাঁর সঙ্গে ছবি উঠল। বেগুন দুটিরও ছবি থাকল। কিন্তু ইতিমধ্যে চল্লিশ - পঁয়তাল্লিশ বছর গত হয়েছে। ছবিগুলি এখন ফ্যাকাশে। কোনটি মন্ত্রী, কোনটি আমি আর কোন দুটি বেগুন বোঝা দায়। তবে এখনো মনে আছে কলকাতায় বক্তৃতা দিয়েছিলুম, সাক্ষাৎকার নিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ হয়েছিল ট্রেনিং নিতে আমেরিকা যাওয়ার কিন্তু আমার বড়ো মেয়েটি তখন মায়ের পেটে। পত্নীর তখন ন-মাস চলছিল। তাই না করে দিয়েছিলুম।

আপনার সঙ্গি মিলের কথা হল। এক গাঁয়ে জন্মালো আমরা বান্ধব হয়ে থাকতুম। সুখদুঃখের নানা কথা হত। যাই হোক, যে-কারণে আপনাকে পত্র লেখা তা হল, ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে ধনঞ্জয়ের মুখ ঢাকা কালো কাপড়ের ওপর ম্যানিলা দড়ি পারতে পারতে আপনার চারটি মূল্যবার বাক্য আমায় মাফ করবেন। সরকারি নির্দেশে এই কাজ করতে হচ্ছে। কী সব কাজ যে করতে হয় আমাদের। হে মা কালী। যার গলায় ফাঁস পড়াচ্ছেন সে একজন আসামী আর যার কাছে ক্ষমা চাইচেন সে একজন মানুষ। একটির ভিতরে দু-খানি। একটির মধ্যেই আলো-অন্ধকার, পাপ - পূণ্য, শয়তান - ভগবান। রত্নাকর

দস্যুবৃত্তি করছে সংসার প্রতিপালনের জন্যে। ঘর - সংসারের মানুষগুলিকে ভালোবাসে বলেই তার লাঠির কারবার। সেই রত্নাকর সাধু হয়ে গেল, কেউ তার পাপের ভাগনেবে না শুনে। আসলে রত্নাকরের ভেতরেই সাধুটি ছিল, বেরিয়ে এল াার এক সাধুর কথায়। এখন কেউ বলতে পারে, সাধুর বদলে যদি রাজা আসত ওই পথ ধরে তা হলে কী হত ?রাজা যদি রত্নাকরের ফাঁসির হুকুম দিত, তা হলে ঋষি বাল্মীকির দেখা মিলত না। কী হলে কী হত সে জটিল কূট তর্ক। মূল কথা হল, রত্নাকর সাধু হয়ে যাবার পর তার বুড়ো বাবা - মা, অগ্নিসাক্ষী রাখা বউ তার ছেলে পুলেগুলির অন্নের কী ব্যবস্তা হল ?দস্যুবৃত্তি করলে আত্মীয় - স্বজনগুলি খেতে পাচ্ছে, সাধু হলে তারা উপোসে আছে --- এও এক বেয়াড়া অবস্থা। একদিকে খেতে না পাওয়ার দীর্ঘশ্বাস অন্যদিকে সাধুর প্রাণায়ামের পূণ্য। এই দুটিকে মেলানো যাচ্ছে না। যে - লোকটি ফাঁসিকাঠের কপিকলে তেল দিচ্ছে, সে-লোকটিই আসামির জন্যে পোস্ত বড়াগুলি যত্নে সেঁকছে -- ভাবা যায় ?ভাবা যাচ্ছে না কিন্তু কত কিছু সত্যিই ঘটছে !আপনি যার গলায় ফাঁসির দড়ি পড়াচ্ছেন, যে বলছে ভগবান আপনাদের সকলের ভালো কন। আবার ফাঁসির আগের দিন ধনঞ্জয় গানের পর গান শুনছে। এর ভেতর আবার একটি গান দু-বার --- ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু।

এই গানটি গাঁয়ে আমদানি করেছিল আমার নাতি বেলুড়ের মিশনে পড়তে গিয়ে। শহর থেকে ফিরে বলল, বিয়েতে মাইক বাজবে না। তা কি আর গাঁয়ের লোক শোনে ?দুর্গা পালের চাষের জমি মোটে বারো বিঘে, তাই মাইক বাজানোর ব্যবসা। সে বলল, ছোটোকত্তার বিয়েতে সে মাইক বাজাবেই, নিজের খরচেই বাজাবে। তখন ঠিক হল চল্লিশ টাকার ভিতর কুড়ি টাকা হাতে পাবে দুর্গা আর কুড়ি টাকায় গানের কালো চাকতি এনে দেবে আমার নাতি। সেই চাকতিতেই এই গানটি ছিল। বাজল, ভালো বাজল, লোকে শুনল। কিন্তু আর কোনো বিয়ে - পইতে বাড়িতে গানটি বাজাতে দেয়নি। দুর্গার সে কি দুঃখ। বাজারে - দোকানে সবখানে বলে বেড়ায় নঙ্গর মেদ্যার নাতি তাকে বসিয়ে দিয়েছে। মরার আগে দিন পর্যন্ত দুঃখ করে গেছে। বিনা পয়সায় এক বস্তা আলু দিয়েও মুখ বন্ধ করতে পারিনি। কুলুডিহার ধনঞ্জয় চাটুয্যে সে - গান ফাঁসির আগের রাতের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শুনেছে ?নাটাবা, এটা কি সুস্থ মাথার কথা ?যদি কুলুডিহার ধনঞ্জয়, পনেরো বছর আগে কলকাতায় গিয়ে সত্যিই এমনটি হয়ে থাকে বুঝব তখনই খেপে গেসল। বাকি সব পাগলের অপকর্ম। আর আগের কর্মটি বুঝে করলে বুঝব, ফাঁসির খবরে ওর মাথা বিগড়ে গেছে। নাটাবাবু, আমরা দুজনেই কম বাঁচা-মরা তো দেখিনি, গান গাইতে গাইতে, পদ্য বলতে বলতে, যাত্রার রোল করতে করতে, কোনো শালা মরে ?জেলকে বলে শোধনাগার, এ-কেমন শোধন হল ?দাগ তুলতে গিয়ে কাপড়টি পাথরে এমন আচাড় দিলেন যে পাছা বরাবর ফেটে গেল ঞ্জ

সরকারি নির্দেশ আপনি ফাঁসি দিচ্ছেন --- এটি একটি অকপট সত্যি কথা বলেচেন। সরকার বললেই তবে ফাঁসি দেওয়া। না - বললে কি আপনি ফাঁসি দিতেন ?সেই সময়ে বাজারে মৌরলা মাছ কিনতে কিংবা নাতি - নাতনির সঙ্গে স্বাধীনতা দিবসের পতাকা বানাতে। কিন্তু সরকারের হুকুম হলে না বলার উপায় না। াার সরকারে অসুবিধে হচ্ছে, যে - কাজে লোকের দরকার সেখানে লোকের অভাব, আর যেখানে লোকের দরকার নাই সেখানে বেশি লোক। যতগুলি লোক ফাঁসির জন্যে চিৎকার - চেঁচামেচি করল, তাদের একটিকেও কাজের সময় মিলল না। কারো ঘরে কিংবা খড় পালুইয়ে আগুন লাগলে, দেখবেন যতগুলি লোক জড়ো হয়েছে তার চার আনা লোকের হাতে কলসি - বালতি নাই। তারা হাত ছুঁড়ে ছুঁড়ে আগুন নেবার। পাঁঠা খাওয়ার লোক প্রচুর পাবেন। কালো দাবনাটি ভালো লাগে, কারো মেটে, কারো আবার পাঁজরা। ছাগল আর রামদাখানি হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলুন --- পয়সা লাগবেনি, কেটে খাও, নাটাবাবু, শ-য়ে একটি লোকও পাবেন না। তাই চুরাশি বছর বয়সেও আপনাকেই সরকারি নির্দেশ পালন করতে হবে। এ - বয়সের একটা মানুষকে এ-কাজটি করানো উচিত কি না সেটি ভাবার ফুরসত মিলল না। অন্যের গলায় দড়ি ঝুলোনো যে নিজে গলায় ঝুলোনোর চেয়ে কঠিন, এই কথাটা কারো মনে হয়নি ?শেষপর্যন্ত দুটি কালীভক্তকে মুখোমুখি দাড় করিয়ে দিয়ে যে যার মতো চলে গেল নাটাবাবু ?দুর্গা পাল যতই রাগ কক গানটি কিন্তু গন্দ ছিল না। ভাবুন তো, বাড়ির উঠোনে কিংবা দাওয়ায় বসে থামের গায়ে ঠেস দিয়ে গান শুনছেন --- ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু। তবে একটি কথা আপনাকে গোপনে বলে রাখি শুনছেন --- ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু। তবে একটি কথা আপনাকে গোপনে বলে রাখি -- সরকারের সব কথা কানে তুলতে নাই। একবার বেতারে ভারী বৃষ্টির কথা হলে দিবাকর চাটুয্যে দু-বিঘা জমির বীজধান তুলে রেখেছিল। বারী দূরের কথা, এক ছটাকও বৃষ্টি হয়নি সাতদিন। একবার সরকারি বুদ্ধিতে পনেরো সের দুধের গ কিনে খুব ঠকেছিলুম। সে যা খেত, তার

দাম দুধেব দামের থেকে দু-টাকা চাপা।
যাই হোক, ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে মা কালীকে যে স্মরণ করেছেন সেটি ভালো করেছেন। আপদে - বিপদে সব্যদা মা পাশে থাকেন। নন্দ চত্রবর্তীর বউয়ের হাঁর্টের ধরা পড়ল। কাটা - ছেড়া করতে গেলে লাখ টাকা খরচ। নন্দের রোজগার বলতে ঠাকুরের নিত্যসেবা। লাখ দূরের কথা, হাজারেই হাঁপিয়ে যায়। মায়ের আশীর্বাদটিপাচ্ছে বলেই বউটি টিকে আছে। ম ায়ের চরণের একটি লাল জবা নির্তদিন একবার করে বুকে ঠেকায়। আমন বলে আর কিছুতে নাই।
আজ এই থাক। একবার যখন আপনার সঙোগ যোগাযোগ হল, পরে আবার পত্রালাপ হলে। আমার বান্ধব প্রভাকর বেজ গত হওয়ার পর বড়ো একা হয়ে গেছি। মনের কথা বলার সঙ্গী নাই। প্রভাকরের সঙ্গেই তুই বলার শেষ লোকটি চলে গেছে। এ-বড়ো দুঃখ।
সপরিবারে সুস্থ থাকুন।
ভবদীয়
নঙ্গরচন্দ্র মেদ্যা

সম্পাদকীয় সংযোজন
১. গলানি গর গলাবন্ধনী
২. খি সুতোর গুলি থেকে প্রয়োজনমতো সুতো কেটে নিলে, যে অবশিষ্ট অংশটুকু পরিত্যক্ত হয়ে গুলিতে রয়ে যায়।
৩. পালুই মরাই। খড়ের গাদা।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com